ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১০২ ● কলকাতা ● ০১ বৈশাখ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১৪ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

চারপাশে খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশি : নোরা ফাতেহি

পৃঃ ৫

লাল কার্ডের পর নিষেধাজ্ঞা পেলেন রোনালদো

পৃঃ ৬

সন্দেশখালীর শেষ কথা শেখ শাহজাহান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে তিনিই শেষ কথা। সেখানকার বিধায়ক থেকে শুরু করে সাংসদ, কে কোন পদে দাঁড়াবেন এবং নির্বাচিত হবেন, সব তিনিই ঠিক করে দেন। শাহজাহান শেখ জেরায় এমনটাই জানিয়েছেন বলে দাবি করেছে ইডি। সূত্রের খবর, আদালতে ইডি তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে জমা দিয়েছে, সেখানেই শাহজাহানের এই দাবির কথা জানানো হয়েছে।ইডির এই দাবির দিনই শাহজাহান আইনজীবী মারফত আদালতে পাল্টা দাবি করেছেন, ইডি হেফাজতে তাঁকে দিয়ে জোর করে বয়ান লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বয়ান না দিলে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে মিথ্যা মাদক এবং মহিলা পাচার মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও ইডি ভয় দেখিয়েছে বলে দাবি শাহজাহানের। সেই কারণেই তিনি ইডিকে বয়ান দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ওই বয়ান প্রত্যাহারও করতে চেয়েছেন

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতার অলিতে গলিতে
পালন করা হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘুম ভাঙবে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। এই প্রথম। এই শহরে। কলকাতার অলিতে গলিতে পালন করা হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, পয়লা বৈশাখ রবিবার ১৪৪টি ওয়ার্ডেই পালন করা হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। তিলোত্তমার ১৪৪টি ওয়ার্ডে ষোলোটি বরো। প্রতিটি বরোতে লাগানো হয়েছে মাইক।এদিকে শুক্রবারই নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্য সরকারের তরফে পশ্চিমবঙ্গ দিবস কর্মসূচি পালনে আর কোনও বাধা নেই। নির্বাচন ঘোষণার পর চালু রয়েছে আদর্শ আচরণবিধি । যে কারণে কমিশনের কাছে ওই দিনটি পালন করতে চেয়ে আবেদন করেছিল নবান্ন। কমিশন সেই অনুমতি দিয়েছে। তবে দিবস পালনের আগে কিছু বিধিনিষেধ এবং শর্ত আরোপ করেছে কমিশন।

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ১৪ই এপ্রিল, ২০২৪ "পয়লা বৈশাখ" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ১৫ই এপ্রিল, ২০২৪ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ১৬ই এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

রামমন্দিরে উদ্বোধনের প্রায় মাস তিনেক পর
অযোধ্যায় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামমন্দিরে উদ্বোধনের প্রায় মাস তিনেক পর অযোধ্যায় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। শুক্রবার সপরিবারে মন্দির দর্শন করেন। পুজো দেন। এর পর সরযূতে দীপদানও করেন।প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় মহাসমারোহে উদ্বোধন হয়েছে নবনির্মিত রামমন্দিরের। প্রধানমন্ত্রী মোদির হাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে রামলালার। সেই অনুষ্ঠানে বাংলা-সহ গোটা দেশের পবিত্র স্থানগুলি থেকে মাটি, জল সংগ্রহ করে অযোধ্যায় পৌঁছে দিয়েছেন বাংলার বিজেপি সাংসদ, নেতারা। ওইদিনও অযোধ্যার পবিত্র অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তাঁরা। শুধু তাঁরাই নন, হাজার হাজার বঙ্গবাসী সেখানে গিয়েছিলেন। রামমন্দির বা রামলালা নিয়ে বাংলার মানুষের আবেগ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আবার রামমন্দির নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও কম কাটাছেঁড়া হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে ঠিক ভোটের মুখে রাজ্যপালের রামলালা দর্শন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। বাংলায় লোকসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করার বার্তা দিয়েছেন। ভোটের দিন সকাল থেকে রাস্তায় থাকবেন বলেই জানিয়েছেন তিনি।তার আগে রামলালার দর্শনে আপ্লুত রাজ্যপাল। তিনি বলেন, "আমি রোজ রামনাম করি। রামনাম এক ব্যক্তির প্রার্থনাই নয়। আসলে রামনাম সংস্কার, সংস্কৃতির গর্ব। ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি। রামলালাকে বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল সমর্পণ করেছি।" পাশাপাশি, মহাত্মা গান্ধীকেও স্মরণ করেন রাজ্যপাল।

নববর্ষ জানানোর পদ্ধতি
নজর কাড়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীরও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চৈত্র সংক্রান্তি। রাত পোহালেই নতুন বাংলা বছর। বছর শেষের এই দিনেই জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের জাবরাভিটা জুনিয়র হাইস্কুল মাঠে এক নির্বাচনী সভায় যোগ দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।এদিন মমতার সেই সভাতেই নেপালী ভাষার মহিলাদের উপস্থিতি বেশ চোখে পড়ে। দর্শক আসনের প্রথম সারিতেই বিভিন্ন জনজাতির মহিলারা ট্র্যাডিশনাল পোশাকে জমায়েত করেন। তাঁরা কুলোর মধ্যে বাংলা শব্দে লিখে আনেন, 'শুভ নববর্ষ'। সেই অভিনব কায়দায় সকলকে শুভ নববর্ষ জানানোর পদ্ধতি নজর কাড়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীরও। তাই বক্তব্য রাখার সময় তিনি নিজেই মঞ্চ থেকে সেই শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে বলেন, 'আমি কিন্তু কুলোগুলো নিয়ে যাব। খুব সুন্দর হয়েছে।

এরপর ৩ পাতায়

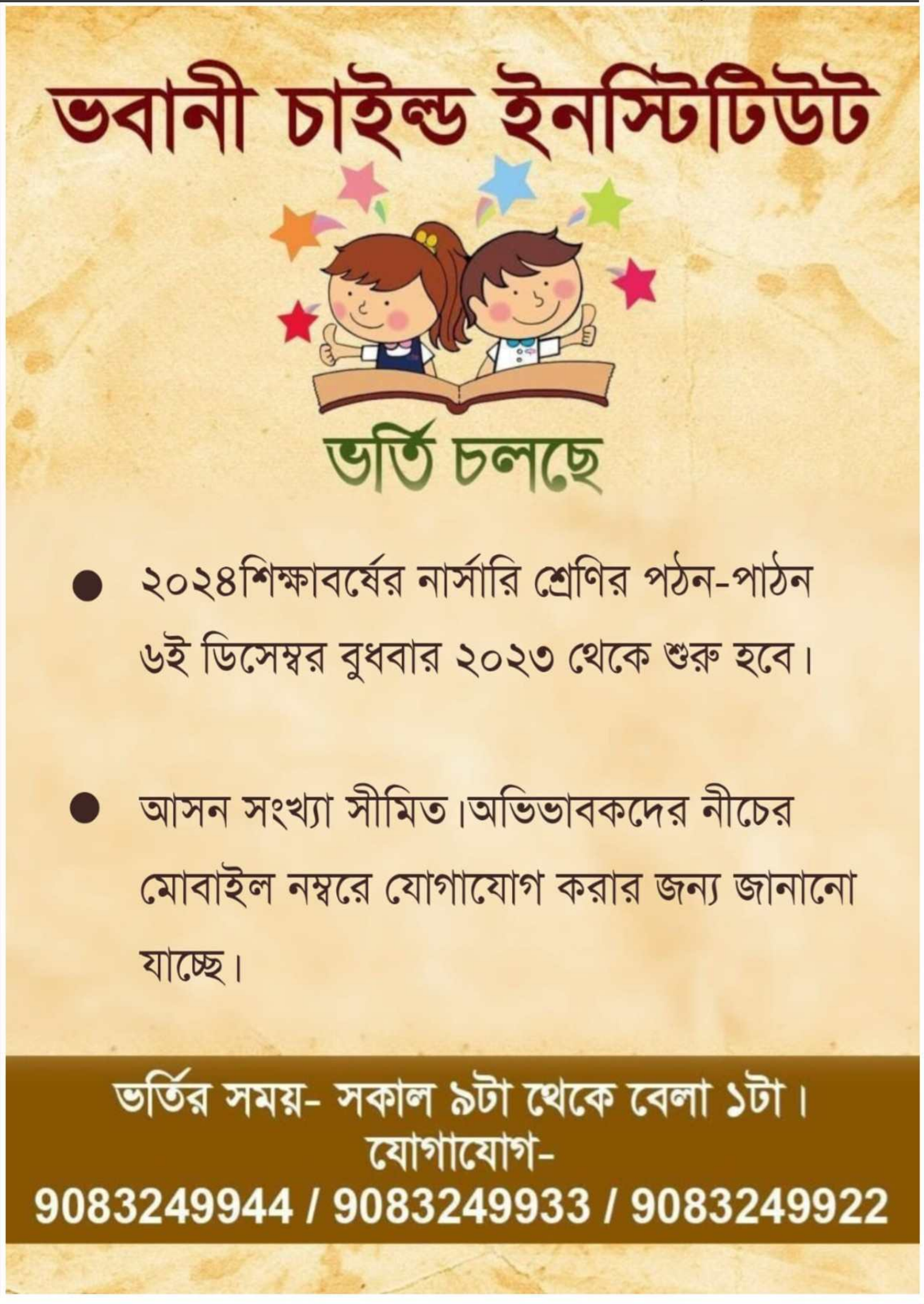

নববর্ষে মিড ডে মিল প্রকল্প.........

অরবিন্দ অধিকারী : নিউজ সারাদিন : দু চার দিন আগেই হঠাৎ উড়ে এলো নির্দেশিকা, ১৪৩১ সালের নববর্ষ উপলক্ষে আগামী সোমবার মিড ডে মিল প্রকল্পে ছাত্রদের পাতে পড়তে চলেছে চমকপ্রদ এবং অভাবনীয় মেনু। বিভিন্ন স্কুল বিভিন্নভাবে ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছে, কি মেনু হবে? কোনো স্কুলে ছুটিতেই মিটিং হয়েছে। কোনো স্কুলে অনলাইনে মিটিং চলছে। কোথাও কোথাও বিদ্যালয়ে ছুটিতেই শিক্ষকরা হাজির হয়ে মিটিং করছেন। রাজ্যের সমস্ত স্কুল এই সাজো সাজো রব। ১০০% ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকতে পারে সেদিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে।কোনো ডিপিএসসি বলেছেন, স্কুলে ডিমের কারি এবং ফ্রাইড রাইস এবং মিষ্টি পাতে পড়বে। অন্যান্য ডিপিএসসি নির্দেশিকা জারি না হলেও প্রধান শিক্ষকেরা মোটামুটি ভাবে রেডি। কেউ কেউ শনিবার/ রবিবারে বাজার সেরে নিচ্ছেন। এর জন্য এখনো কোনো ফান্ড এলোটমেন্ট হয়নি। প্রধান শিক্ষকরা নিজেদের তহবিল থেকেই এটা খরচ করবেন। পরবর্তীকালে যদি কিছু ফান্ড আসে তখন অ্যাডজাস্ট করা হবে, এটাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী ব্লকের সদর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সৌভিক জানা মহাশয় অর্ডার কে শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে অবগত করে যাচ্ছেন নিয়মিতভাবে। শালবনী ব্লকের বিডিও রোমান মণ্ডল মহাশয় নিয়মিতভাবে মিড ডে মিল, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে শুরু করে সমস্ত স্কুলের দিকে কড়া ভাবে নজর রাখছেন প্রথম থেকেই।যাতে ওই দিন শালবনী ব্লকে(৮৩+৮৫) টি প্রাথমিক স্কুলেই খুব ভালোভাবে মিড ডে মিলের প্রোগ্রাম চালু করে দেয়া যায়। অনেক প্রধান শিক্ষক আবার মনে মনে একটু বিরক্ত।শনিবার স্কুল ছুটি, রবিবার স্কুল ছুটি.... সোমবার কি করে প্রোগ্রাম করা যাবে? তারপরে তো ফান্ডের ব্যাপার তো আছেই।এ প্রোগ্রাম যদি সফল হয় তাহলে পরবর্তীকালে শিশু দিবস এবং শিক্ষক দিবসেও এরকম প্রোগ্রাম করা যেতে পারে ,জানিয়েছেন সর্বশিক্ষা বিভাগের একজন অধিকর্তা। মেনু বলতে দৈনন্দিন খাবারের তালিকা থেকে একটু সরে গিয়ে একটু অন্যরকম খাদ্য তালিকা তে ছাত্রদের নিয়ে আসা, এতে দেখা যাক ছাত্রদের উৎসাহ বাড়ে কিনা। এমনিতে সরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্র সংখ্যার হার তোলানিতে। এ নিয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর বিশেষ উদ্যোগী এবং বেশ কড়া ভাবে নজর রাখছেন। এই জন্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর এটিকে রাজ্য দিবস হিসেবে পালন করতে চলেছেন।

বিভিন্ন স্কুলের সম্ভাব্য মেনুর তালিকা। *(১) চিকেন কষা, ফ্রাইড রাইস, মিষ্টি।* (*২) চিকেন কষা, মিষ্টি ,আলুর দম ,পায়েস।* (*৩) ডিমের কারি, মিক্স ভেজ, মিষ্টি।* (*৪) চিংড়ি মাছের কারি, আলুর দম ,মিষ্টি।* (*৬) পনিরের তরকারী,ডিম, মিষ্টি ,আইসক্রিম,আপেল।*

মতুয়া সম্প্রদায়ের পথ অবরোধ বিক্ষোভ কর্মসূচি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নদিয়া : নিউজ সারাদিন : হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মূল বিগ্রহ বিকৃত করা হলো কেনো শান্তনু ঠাকুর, জগদীপ ধনকর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জবাব দাও স্লোগানের মধ্য দিয়ে রাস্তা আবরোধ করল মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা।

নদীয়ার নবদ্বীপ ব্লকের ভালুকা কানাই নগর বটতলা এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে অবস্থান বিক্ষোভ এবং কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ জানালো নবদ্বীপ ব্লক মতুয়া মহা সংঘ । তাদের দাবি ঠাকুরনগরের হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মূল বিগ্রহ বিকৃত করা হল কেন শান্তনু ঠাকুর জবাব দাও। তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বালা ঠাকুর ১০ই এপ্রিল রাজ্যসভায় শপথ বাক্য পাঠ করার সময় বাধা সৃষ্টি করা হয়। রাজ্যসভায় শপথ বাক্য পাঠ করার সময় ঠাকুরনগরের হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে বক্তব্য রাখায় বাধা দেওয়া হল কেন অপদার্থ অমিত শাহ জবাব দাও। এই দাবিতে ১৩ এপ্রিল শনিবার সকাল আনুমানিক এগারোটা থেকে নবদ্বীপ ব্লকের ভালুকা কানাইনগর বটতলায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে নবদ্বীপ ব্লক মতুয়া মহা সংঘ । এই রাস্তা অবরোধ ও অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি তথা নদিয়া জেলা দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক বিমান কৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্লোল কর এবং নবদ্বীপ ব্লক এর মতুয়া সম্প্রদায়ের সম্পাদক রঞ্জিত মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং অসংখ্য কর্মী সমর্থকবৃন্দ । অবস্থান বিক্ষোভে পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন রাজ্যসভায় শপথ বাক্য পাঠ করতে গিয়ে মমতা বালা ঠাকুরকে অপ্রস্তুত অবজ্ঞা করা হয়েছিল, দুই বার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। কেন এই ধরনের নিয়ম নীতি যার যার ইষ্ট দেবতাকে সকলেই নিবেদন করতে পারেন। বিজেপির শান্তনু ঠাকুর যখন শপথ বাক্য পাঠ করেছিলেন তখন এই হরিচাঁদ গুরুচাঁদের নাম নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করেন তখন তো তাকে দুবার শপথ বাক্য পাঠ করতে হয়নি। কেন মমতা বালা ঠাকুরের ক্ষেত্রে এরকম করানো। আমরা এর প্রতিবাদ চাই। আমরা কোন দেবতাকে অবজ্ঞা করতে পারি না। ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে বিজেপি নোংরা রাজনৈতিক খেলায় নেমেছে।

রাজ্যের একাধিক হেভিওয়েট

নেতা-বিধায়ক 'ফুলবদল' করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী মঙ্গলবার রাজ্যে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ। তার আগে দলবদলের ধারা অব্যাহত। ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক হেভিওয়েট নেতা-বিধায়ক 'ফুলবদল' করেছেন। কেউ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে এসেছেন, কেউ আবার জোড়াফুল ছেড়ে বেছে নিয়েছেন পদ্ম। এবার তৃণমূল ছাড়লেন ভাটপাড়ার এক কাউন্সিলর।

এদিন প্রিয়াংশু এবং জ্যোতি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর ব্যারাকপুরের পদ্ম প্রার্থী অর্জুন বলেন, 'অপেক্ষা করুন। ভোটের আগে আরও অনেকে বিজেপিতে যোগ দেবেন'। তৃণমূল শিবির যদিও বিষয়টিকে বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ। স্থানীয় নেতৃত্বের কথায়, খাতায় কলমে দলের অংশ হলেও বরাবর অর্জুন ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত প্রিয়াংশু। তাই তিনি দল ছাড়ায় তেমন কোনও প্রভাব পড়বে না।

আসন্ন নির্বাচনে (ব্যারাকপুর কেন্দ্রের দিকে নজর থাকবে অনেকের। এই আসনে প্রার্থী না করায় তৃণমূল ছেড়েছেন অর্জুন সিং। বিজেপির টিকিটে ব্যারাকপুরথেকে দাঁড়িয়েছেন

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপিকে ৬৬৯ কোটি দেওয়া এক সংস্থার বিরুদ্ধে

এবার মামলা দায়ের করল সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপিকে ৬৬৯ কোটি দেওয়া এক সংস্থার বিরুদ্ধে এবার মামলা দায়ের করল সিবিআই। হায়দরাবাদের ওই সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবসায়িক সুবিধা নেওয়ার জন্য ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।উল্লেখ্য, গত ২১ মার্চ নির্বাচন কমিশনের তরফে নির্বাচনী বন্ডের ক্রেতাদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়, তাতে হায়দরাবাদের সংস্থা মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের নাম রয়েছে। হায়দরাবাদের এই সংস্থাটি ৯৬৬ কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড কিনেছিল। তারমধ্যে বিজেপিকে দিয়েছিল ৬৬৯ কোটি টাকা। পাশাপাশি বিআরএসকে ১৯৫ কোটি টাকা, ডিএমকে-কে ৮৫ কোটি টাকা, ওয়াইএসআরসিপিকে ৩৭ কোটি টাকা দিয়েছিল। সেইসঙ্গে টিডিপিকে দিয়েছিল ২৫ কোটি ও কংগ্রেসকে দিয়েছিল ১৭ কোটি। জানা যায়, কয়েক বছর আগে তেলেগু কৃষক পরিবারের সন্তান কৃষ্ণ রেড্ডি মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। এরপরে তাঁর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করে। কয়েকবছরের প্রভাবশালীদের আশির্বাদে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে যান তিনি।জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের ১০ আগস্ট থেকেই এই সংস্থার বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে সিবিআই। প্রাথমিক তদন্ততেই হায়দরাবাদের সংস্থা মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে।শনিবার সিবিআইয়ের এক আধিকারিক জানান, জগদলপুরে ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট তৈরির কাজে মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ১৭৪ কোটি টাকার বিল যাতে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেওয়া হয়, সেজন্য ৭৮ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিল হায়দরাবাদের সংস্থাটি। এনআইএসপি ও এনএমডিসির ৮ জন আধিকারিক ও এমইসিওএনের দুই জন আধিকারিক এই ঘুষের টাকা নিয়েছিলেন। সিবিআইয়ের এফআইআরে এই আধিকারিকদেরও নাম রয়েছে। এই ৭৮ লক্ষ্যের মধ্যে এনআইএসপি ও এনএমডিসির আধিকারিকরা ৭৩,৮৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন। পাশাপাশি এমইসিওএন-এর দুই আধিকারিক বাকি পাঁচ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন।

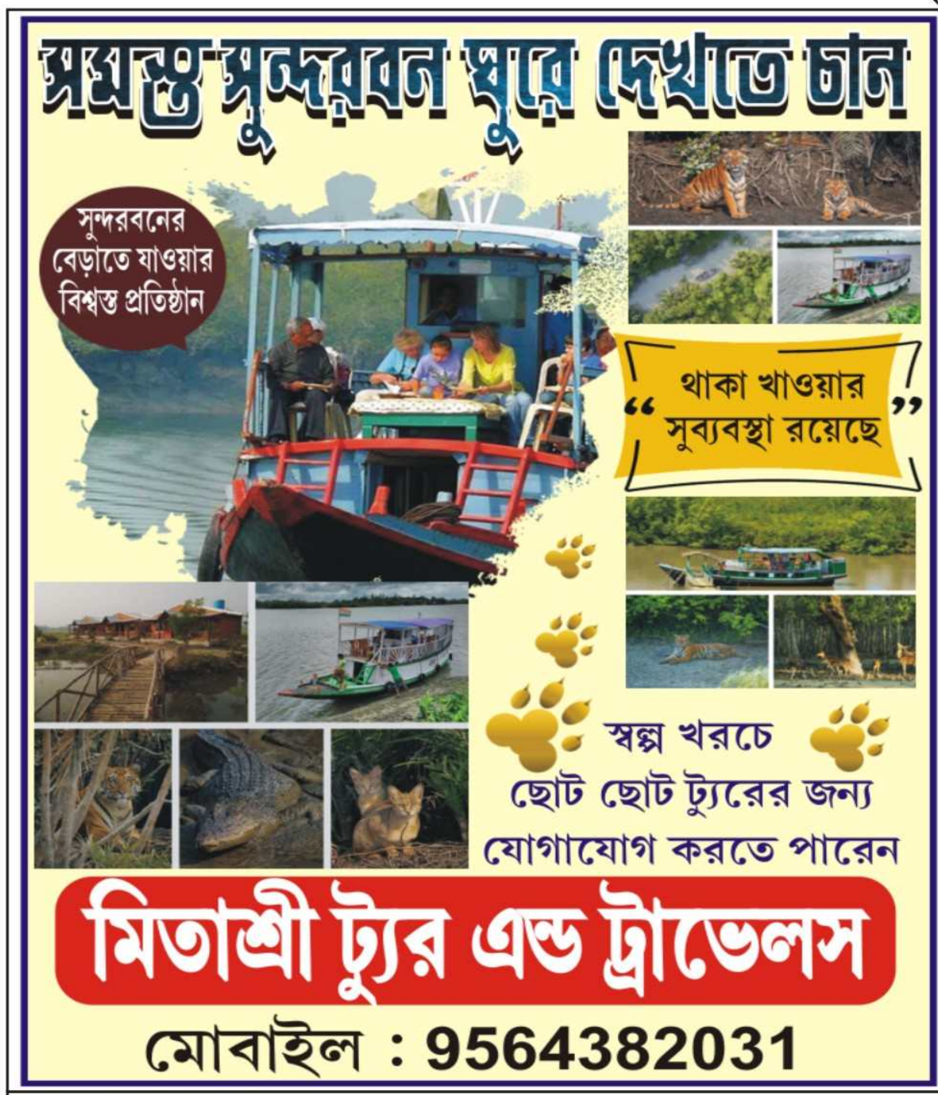

শরীরের মুখের ভিতরে ক্ষত করে

চলেছে চড়ক পূজার আয়োজন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখে শিক ঢুকিয়ে চড়ক পূজোর আরাধনা জলপাইগুড়িতে। কিছু কিছু যুবকদের মধ্যে এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হল। শরীরের মুখের ভিতরে ক্ষত করে চলেছে চড়ক পূজার আয়োজন। চড়ক পুজো উপলক্ষে কিছু যুবক লোহার শিক বা লোহার তার ফুটিয়ে চড়ক পুজোর প্রস্তুতি করছে।প্রসঙ্গত, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নামে চড়ক পুজোর আচার পালন করা হয়। গম্ভীরা পুজো, শিবের গাজন, নীল পুজো ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে চড়ক পুজো করা হয়। ১৩ এপ্রিল চড়ক পুজো। সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হলেও এই উৎসব বৈশাখ মাসের প্রথম দু তিন দিন ধরে চলে। গাজন উৎসবের শেষ পর্যায়ে হয় চড়ক।যদিও বিজ্ঞান বলছে এটা অনেকটাই বিপদজ্জনক। তবে ভক্তরা জানান, এটা তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা। এ ধরনের আবেগ বা ভক্তি বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখলে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানান জলপাইগুড়ি সাইন্স এন্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ড. রাজা রাউৎ। তিনি বলেন. কিছু মানুষ চড়ক পুজোকে কেন্দ্র করে নিজের শরীরের মধ্যে বড়শি কিংবা লোহার তার ঢুকিয়ে চড়কের বিশেষ আরাধনা করে। এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

তিনি আরও বলেন, তবুও কিছু কিছু মানুষের এই পুজোর সঙ্গে তাদের আবেগ বা ভক্তি জড়িয়ে আছে সেখানে আমার তেমন কিছু আমার বলার নেই। তবুও এই বিষয়টি তাদের অবশ্যই নজর রাখা দরকার। এই কাজ অত্যন্ত বিপদজ্জনক। তবে ভক্তরা বলছেন কয়েক বছর থেকেই এই ধরনের বড়শি কিংবা লোহার তার ঢুকিয়ে আমরা চড়ক পুজো করে আসছি, এতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

আগামী ১০ দিনও
উত্তরবঙ্গেই থাকবেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চব্বিশের লোকসভা ভোটে তৃণমূলের পাখির চোখ যে উত্তরবঙ্গ, সেটা গত দুসপ্তাহ ধরে উত্তরবঙ্গের মাটি কামড়ে থেকে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে একদিন কলকাতা এবং অসমের সফরসূচি বাদ দিলে আগামী ১০ দিনও উত্তরবঙ্গেই থাকবেন মমতা। এরপরই বাম আমলের উত্তরবঙ্গের সঙ্গে বর্তমান উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। রেলমন্ত্রী থাকাকালীনও কীভাবে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সারা দেশেরে রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করেছিলেন, তারও ব্যাখ্যা দেন মমতা।

পর্যবেক্ষকদের মতে, উত্তরের প্রতিটি সভা থেকেই কৌশলী মমতা পরিষ্কারভাবে একটা বার্তা দিতে চাইছেন, এতদিন তো বিজেপিকে ভোট দিলেন, একবারের জন্য তৃণমূলকে ভোটটা দিয়ে দেখুন।

মমতার কথায়, "যত বেশি আসনে জিতব বাংলার জন্য ততই বেশি কাজ করতে পারব। আরও বেশি বাংলার দাবি দিল্লি থেকে আদায় করে আনতে পারব।"

নিজেই সেকথা জানিয়ে এদিন জলপাইগুড়িতে নির্মলচন্দ্র রায়ের সমর্থনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার জাবরাভিটায় প্রচার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কী অপরাধ করল তৃণমূল, কেন বার বার বিজেপিকে ভোট দেবেন, আপনাদের কী দিয়েছে বিজেপি?"

মমতা আরও বলেন, "পেঁয়াজ, আলুর দাম কত? লাফিয়ে লাফিয়ে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। এটাই মোদীর গয়ারান্টি। কাজ করব আমরা আর ওরা ধর্মের নামে স্লোগান দেবে, তাতে পেট ভরবে তো আপনাদের?"

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এদিনের সভায় সেই প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, "আজ আপনাদের কাছে আমি একটা দুঃখের কথা বলব। বিধানসভায় গৌতম দেবকে টিকিট দিয়েছিলেন। ওঁর সভায় উপচে পড়া ভিড় হয়েছিল। কিন্তু ও জিতল না। এটা আমার কাছে দুঃখের। কেন বিজেপি জিতল? ওরা এখানে কী করেছে? যদি কিছু দিয়ে থাকে, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কাজ তো করেছি আমরা।"

১-ম পাতার পর

কলকাতার অলিতে গলিতে পালন করা হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস

প্রসঙ্গত, গত আগস্টে প্রাক্তন সাংসদ সুগত বসুর নেতৃত্বাধীন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস নির্ধারণ কমিটি', ১ বৈশাখ দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে পালনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিল। সেই সুপারিশ মেনে নিয়ে গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্ত বিল বিধানসভায় পাস করিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সকাল থেকে সেখানে বাজবে রবীন্দ্রসঙ্গীত। পুরসভা সূত্রে খবর, নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে কোনও রকম উপহার বিতরণ নয়, অনুষ্ঠানে প্রাধান্য পাবে স্রেফ বাংলার সংস্কৃতি। কেউ পুরুলিয়া থেকে নিয়ে আসছেন আদিবাসী সংস্কৃতি। কেউ বাংলার জাতীয় উৎসবকে সম্মান জানিয়ে নিয়ে আসছেন কয়েক হাজার ঢাকি। কোথাও রণপা দিয়ে হেঁটে যাবেন শয়ে শয়ে মানুষ।মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের ওয়ার্ডে মালিপাড়া দুর্গা মাঠ থেকে শুরু হবে শোভাযাত্রা। পশ্চিমবঙ্গ দিবসকে সম্মান জানিয়ে সে শোভাযাত্রার আনাচেকানাচে থাকবে এক টুকরো বাংলা। স্বপন সমাদ্দারের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটা স্বতন্ত্র দিন উদযাপনের কথা ভেবেছেন। তাঁর কথা মেনেই ওয়ার্ডে শোভাযাত্রা হবে। দক্ষিণ শহরতলির যাদবপুরের কাউন্সিলর মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে বাঘাযতীন বিদ্যাসাগরের মাঠে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।তবে সকলে নিজেদের অনুষ্ঠানের কথা খোলসা করেননি। পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তাঁরা। ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কলকাতা পুরসভার চিফ হুইপ বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, রাজ্য দিবসে বিশেষ চমক রয়েছে তাঁর ওয়ার্ডে। ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীম বসুও খুলে বলেননি বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা। উত্তর কলকাতার কাউন্সিলর অনিন্দ্যকিশোর রাউতও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ দিবসে।

১-ম পাতার পর

নববর্ষ জানানোর পদ্ধতি নজর কাড়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীরও

একটা আমার বাড়তে রাখবো। আর পুজো কমিটিকে বলবো এই কাজটা তুলে ধরতে। শিলিগুড়িতে-জলপাইগুড়িতে খুব সুন্দর সুন্দর পুজো হয়। বেশ বড় বড় পুজো হয়। ওদের বলবো এই শিল্পটাকে তুলে ধরতে। আপনাদের ধন্যবাদ দেব এই সুন্দর আইডিয়াটা তুলে ধরার জন্য। এটাই আমাদের সংস্কৃতি। আমরা মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করি। আমাদের ধর্মটা, ভাষাটা, আলাদা আলাদা হতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের জীবনটা কিন্তু একই। 'জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে এবার তৃণমূল প্রার্থী করেছে নির্মলচন্দ্র রায়কে। এদিন তাঁর সমর্থনেই মমতা সভা করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে। ঘটনাচক্রে এদিন নেপালি নববর্ষ। এদিন সভাতে আসার আগেই মমতা টুইট করে সেই জন্য শুভেচ্ছা দেন রাজ্যের সব নেপালী ভাষার মানুষকে। তিনি লেখেন, আজ, এই নেপালি নববর্ষ/নয়া বর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি এবং ডুয়ার্স/তরাই অঞ্চলের আমি আমার সমস্ত নেপালি-ভাষী ভাই ও বোনদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আপনাদের উৎসব আমাদের হৃদয়ে আনন্দ নিয়ে আসে। ভ্রাতৃত্বের একটি সাধারণ চেতনায় আমাদের সংযুক্ত করে। একসঙ্গে আমরা একটি নতুন বছরের উদযাপন করবো।'

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালীর শেষ কথা শেখ শাহজাহান

সন্দেশখালির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা।আদালতে শাহজাহানের আবেদনের বিরোধিতা করেছেন ইডির আইনজীবী। অন্য দিকে, ইডি হেফাজতে জোর করে বয়ান লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করে শনিবারই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন শাহজাহান নিজে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে তিনি যে বয়ান দিয়েছেন, তা-ও প্রত্যাহার করতে চাইছেন বলে শাহজাহানের আইনজীবী জাকির হুসেন শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে জানিয়েছেন। শনিবার সন্দেশখালি মামলার শুনানি ছিল আদালতে। শাহজাহানের বিচার বিভাগীয় হেফাজত চেয়ে আবেদন জানান ইডির আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, ইডি লিখিত আকারে আদালতকে জানিয়েছে, শাহজাহান তাদের কাছে জেরায় কী কী বলেছেন। ইডির সেই বক্তব্য অনুযায়ী, জেরায় শাহজাহান তদন্তকারী আধিকারিকদের জানিয়েছেন, সন্দেশখালি এলাকায় তিনিই শেষ কথা। সেখানে তাঁর কথাতেই সব কাজ হয়। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন শাহজাহানই। এমনকি, তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতারাও সন্দেশখালির বিষয়ে তাঁর কথাই শুনে চলতেন বলে জানিয়েছেন দল থেকে বহিষ্কৃত এই নেতা। ইডির দাবি, শাহজাহান জানিয়েছেন, সন্দেশখালিতে পঞ্চায়েত স্তর থেকে লোকসভা স্তর পর্যন্ত কে প্রার্থী হবেন, কে ভোটে জিতবেন, তা তিনিই ঠিক করে দিতেন। তাঁর অমতে কোনও কাজই হত না। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব তাঁর মতামতকেই প্রাধান্য দিতেন।

ইডি হেফাজতে থাকাকালীন শাহজাহানকে জেরা করে আরও সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে বলেও আদালতের কাগজে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। শাহজাহানের নামে গেস্ট হাউস-সহ একাধিক সম্পত্তির হদিস পাওয়া গিয়েছে, যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা।

ফের হবে পঞ্চায়েত নির্বাচন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত বছর জুলাই মাসে শেষ হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। যেই গণতন্ত্রের উৎসব রূপ নিয়েছিল রক্তের উৎসবে। পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা থেকেই শুরু হয় হিংসা, আর ভোটের ফলাফল সামনে আসার পরও রক্তপাত অব্যাহত থাকে। পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে বাংলায় মৃত্যু হয় বহুজনার।

সাঁকরাইল পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যালট ছিনতাই সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। ভোটের দিন ব্যালট ছিনতাইয়ের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, নির্দল প্রার্থী কাশ্মীরা বেগম। মামলা দায়েরের পর রিপোর্ট দিতে গিয়ে পর্যবেক্ষক জানান ব্যালট ছিনতাই হয়েছে।

আদালতে রিপোর্ট জমা দিলে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি বলেন, বিডিও ওই পঞ্চায়েতের প্রধানের পোস্ট খালি হয়েছে বলে বর্তমান প্রধানকে জানালে তারপর ফের কমিশন ওই পঞ্চায়েতে ভোটের ব্যবস্থা করবে। মামলাতে বিচারপতির নির্দেশ, সাঁকরাইল পঞ্চায়েতের বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূলের সাইমা জমাদারকে আপাতত ওই পদ থেকে সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।হিংসা, ভোটলুঠ, ছাপ্পা সহ একাধিক অভিযোগে আদালতে দায়ের হয় একাধিক মামলা।

গ্রাম বাংলার ভোট নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে এত মামলা জমা হয়েছিল, যা দেখে রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। নাওয়া-খাওয়া ভুলে মামলা শুনছিলেন বিচারপতিরা। এবার ২০২৪ এ লোকসভা ভোটের আগে এসে এক বছর আগের পঞ্চায়েত ভোটের করা মামলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে সাঁকরাইল পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি চলছিল। সেখানেই বিচারপতির নির্দেশ, ফের হবে পঞ্চায়েত নির্বাচন। হ্যাঁ, গতকাল ঠিক এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা।

সাঁকরাইল পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যালট ছিনতাই সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। ভোটের দিন ব্যালট ছিনতাইয়ের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, নির্দল প্রার্থী কাশ্মীরা বেগম। মামলা দায়েরের পর রিপোর্ট দিতে গিয়ে পর্যবেক্ষক জানান ব্যালট ছিনতাই হয়েছে।

বছরের শুরু থেকে ৫২ জন
আরব বংশভূতকে হত্যা করা হয়েছে ইসরায়েলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরব সম্প্রদায়ের চলমান সহিংসতার তরঙ্গ থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শুক্রবার রাতে ইসরায়েলের আরব ও দ্রুজ শহরে তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে। ইসরায়েলের হাইফার উত্তর-পূর্বে কাফর ইয়াসিফে স্থানীয় একটি দোকানে বসে থাকার সময় হামলাকারীর গুলিতে ৩০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় কে এবং আরও চারজন আহত হয়েছে।অপরাধের পরিসংখ্যান রাখা আব্রাহাম ইনিশিয়েটিভ সহাবস্থান নামে একটি সংস্থার মতে, বছরের শুরু থেকে ৫২ জন আরব বংশভূতকে হত্যা করা হয়েছে ইসরায়েলে, যা ২০২৩ সালের পপরিসংখ্যানকেও ছাড়িয়ে গেছে। গত বছর এই সময়ে বার্ষিক অপরাধে ৪৬ জন নিহত হয়েছে। গত বছরটি আরব সম্প্রদায়ের রেকর্ডে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী বছর ছিল, সহিংসতার শিকার ২৪৪ জন, যা ২০২২ সালের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি।নিহত ব্যক্তির তিন বছরের ছেলেসহ আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। বন্দুকধারী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে হাইফার নিকটবর্তী ইসফিয়ার দ্রুজ সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে শুক্রবার রাতে দুই যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়।স্থানীয় পুলিশ স্টেশন থেকে কয়েকশ মিটার দূরে শহরের একটি প্রধান সড়কে গুলি চালানো হয় বলে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ২৪ এবং ২৬ বছর বয়সী দুই যুবককে গুরুতর অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু তাদের আঘাতের কারণে তাদের মৃত্যু হয়।এই ঘটনায়ও বন্দুকধারী পালিয়ে যায়। পুলিশ দুটি মারাত্মক হামলার তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যায়ের সঙ্গে আপস নয়, এজলাসে বসে
আইনজীবীদেরও হুঁশিয়ারি দিতে ছাড়েন না বিচারপতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বর্তমানে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত রয়েছেন। ২০২৩ সালের ১১ মে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের ৩৩ তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি। অন্যায়ের সঙ্গে আপস নয়, এজলাসে বসে আইনজীবীদেরও হুঁশিয়ারি দিতে ছাড়েন না বিচারপতি। পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর শুরু কর্মজীবন। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার কাউন্সিল অব তামিলনাড়ুতে সদস্য হন বিচারপতি। এরপর ২০০৯ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের অ্যাডিশনাল বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০১১ সালে তিনি স্থায়ী বিচারপতি হন। ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে আসেন। এরপর ২০২৩ সালে তিনি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পান। কোনো রাজনৈতিক শক্তিকে তোয়াক্কা না করে একের পর এক উল্লেখযোগ্য নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। যেই সন্দেশখালি নিয়ে বিগত তিন মাস থেকে উত্তপ্ত গোটা বাংলা, বুধবারই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ সেই সন্দেশখালির সমস্ত মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। আজ আমরা সেই বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের জীবনী আপনাদের সামনে তুলে

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

রাজ্যের একাধিক হেভিওয়েট নেতা-বিধায়ক 'ফুলবদল' করেছে

তিনি। এবার এই কেন্দ্রেই 'জোর কা ঝটকা' খেল জোড়াফুল শিবির। ভাটপাড়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জ্যোতি পাণ্ডে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন। পদ্ম শিবিরে নাম লিখিয়েছেন তাঁর স্বামী প্রিয়াংশু পাণ্ডেও। প্রিয়াংশুর পিতা ধনুষধারী পাণ্ডে এলাকায় পুজারী হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে প্রিয়াংশুদের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন অর্জুন। বিজেপি প্রার্থী বলেছিলেন, 'যুদ্ধে চাণক্যের দরকার। ছোট ভাই প্রিয়াংশুকে সঙ্গে নেব'। তখনই মনে হয়েছিল, প্রিয়াংশুর দলবদল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। অবশেষে রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের আগে 'ফুলবদল' করলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের মতো ২০২৪ লোকসভা ভোটেও অর্জুন সিংকে টিকিট দেয়নি তৃণমূল। পরিবর্তে আস্থা রাখা হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের ওপর। জোড়াফুল শিবির প্রার্থী না করায় আগেরবারের মতো এবারও বিজেপিতে যোগ দেন অর্জুন। আগামী ২০ মে এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। ব্যারাকপুরে এবার হাডাহাডিড লড়াই হবে বলেই অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের।

তৃতীয় পর্যায়ে নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল আইএসএফ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ২১ মার্চ প্রথম দফা এবং ৪ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার পরে, আজ, ১৩ এপ্রিল তৃতীয় পর্যায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল নওশাদ সিদ্দিকির আইএসএফ। আজ, ফুরফুরা শরিফে সাংবাদিক সম্মেলন করে চারটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়।অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবরে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চ্যালেঞ্জ করলেও, সেখানে আইনজীবী মজনু লস্করের নাম ঘোষণা করেছে আইএসএফ। পাশাপাশি, যাদবপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রেও 'জোট' শরিক বামেদের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আইএসএফের টিকিটে লড়ছেন নূর আলম খান। তিনিও পেশায় আইনজীবী।

যাদবপুর, ডায়মন্ড হারবারের পাশাপাশি বালুরঘাট, উলুবেড়িয়া, ব্যারাকপুরের জন্যও এদিন প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে আইএসএফ। বালুঘাটে লড়ছেন ডঃ মোজাম্মেল হক। এই বালুরঘাটের বর্তমান সাংসদ বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এবারো পদ্ম টিকিটে বালুরঘাট থেকে লড়ছেন তিনিই। অন্যদিকে আইএসএফ-এর টিকিটে উলুবেড়িয়াতে লড়ছেন মফিকুল ইসলাম, ব্যারাকপুরে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১০২ সংখ্যা ১৪ এপ্রিল, ২০২৪ রবিবার ০১ বৈশাখ, ১৪৩০

৩ পাতার পর

তৃতীয় পর্যায়ে নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল আইএসএফ

লড়ছেন জামিল হোসেন।সব মিলিয়ে এই নিয়ে মোট ১৩টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল আইএসএফ।

এদিন ঘোষিত প্রার্থী তালিকা হল, জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শাহজাহান বিশ্বাস। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দীপক মজুমদার। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মহিউদ্দিন আহম্মেদ এবং কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আফরোজা খাতুন (মণ্ডল)।

বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে চাপানউতোরের মাঝেই প্রথম দফায়, গত ২১ মার্চ ৮টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিল নওশাদের দল। আইএসএফের হয়ে মালদহ উত্তর থেকে লড়ছেন মহম্মদ সাহেব, জয়নগর থেকে লড়ছেন মেঘনাদ হালদার, মুর্শিদাবাদ থেকে লড়ছেন হাবিব শেখ, বারাসত থেকে লড়ছেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট থেকে লড়ছেন মহম্মদ শহিদুল ইসলাম মোল্লা, মথুরাপুর থেকে লড়ছেন অধ্যাপক অজয় কুমার দাস। ঝাড়গ্রাম থেকে লড়ছেন অধ্যাপক বাপি সরেন।

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে বামেরা দীপ্সিতা ধরকে প্রার্থী করলেও সেখান থেকে আইএসএফের প্রার্থী করা হয়েছে শাহরিয়ার মল্লিককে।

অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবরে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চ্যালেঞ্জ করলেও, সেখানে আইনজীবী মজনু লস্করের নাম ঘোষণা করেছে আইএসএফ। পাশাপাশি, যাদবপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রেও 'জোট' শরিক বামেদের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আইএসএফের টিকিটে লড়ছেন নূর আলম খান। তিনিও পেশায় আইনজীবী।

সম্পাদকীয়

সন্দেশখালিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে শিলমোহর দিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিগত প্রায় চার মাস ধরে সন্দেশখালি ইস্যুতে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। ইতিমধ্যেই সন্দেশখালির কাণ্ডের তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ মতো তদন্তও শুরু করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এসবের মাঝেই সন্দেশখালিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে শিলমোহর দিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ।স্থানীয় মানুষকে ভয় দেখিয়ে অভিযোগ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্যের অনুরোধ করলেও তারা সেই তথ্য দেয়নি, এমনটাও উল্লেখ করা হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে।

শনিবার মানবাধিকার কমিশনের তরফ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি মেনে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে একইসঙ্গে দায়ী করা হয়েছে সরকারি কর্মীদের। তাঁদের অবহেলার কারণেই এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি।

এই বিষয়ে আগামী ৮ সপ্তাহ তথা দুই মাসের মধ্যে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে তদন্ত রিপোর্ট ওয়েবসাইটে আপলোডের নির্দেশও দিয়েছে কমিশন। এমনিতেই ভোটের আগে সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে বহুল চর্চা হচ্ছে। একাধিকবার এই ইস্যু নিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছে বিজেপি। এসবের মাঝেই সন্দেশখালিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিতে শিলমোহর দিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

জানা যাচ্ছে, মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, কথিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগসাজশে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বৈষম্যের জন্য রেশন, শৌচাগার, বাড়ি বানানোয় অর্থ সাহায্য, বার্ধক্য পেনশন সহ বেশ কিছু কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, সেখানকার মানুষদের ভোট দানের মতো অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে।

রিপোর্ট দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তরফ থেকে একগুচ্ছ সুপারিশও করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সাক্ষীদের সুরক্ষা প্রদান এবং তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার করতে হবে। জমির যারা বৈধ মালিক তাঁদের সেগুলি ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যৌন হেনস্থার শিকারদের পুনর্বাসন ও কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত থেকে শুরু করে সন্দেশখালি থানা এলাকা থেকে গায়েব মহিলাদের মামলার তদন্ত শুরু সহ একগুচ্ছ সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

শাশ্বত অমর পথ, সত্যিকার জ্ঞানের পথ, শ্যামাচরণ লাহিড়ী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

জানার পথ নয়, যদিও এ পথে চললে সকল দেব-দেবীকে আপনাহতেই জানা যাবে, কিন্তু সেটা যোগীর গন্তব্যস্থল নয়। যোগীর গন্তব্য হোলো যেখান থেকে সে এসেছে সেখানে, সেই নিশ্চল ব্রহ্মে ফিরে যাওয়া এবং মিশে যাওয়া। মানুষ যে কখন কিভাবে বস্তু জ্ঞানী হয়ে যায়, তার স্বরূপ শ্যামাচরণ লাহিড়ী।মানুষ চিরাচরিত ইতিহাসের পেছনে বিজ্ঞান যে লুকিয়ে রয়েছে।তার স্বরূপ যোগিরাজ প্রদর্শিত এই ক্রিয়াযোগ হলো এক সুপ্রাচীন বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মতে দেহের অনিত্যতা প্রভৃতি পর্যালোচনা করে এবং একমাত্র পরমাত্মাকেই নিত্য জেনে সর্বদা মুক্তির জন্য যত্ন করা উচিত। কুবুদ্ধি মানবগণের অসংযত আত্মা বন্ধের কারণ, কিন্তু বুদ্ধিমান কর্তৃক সংযত হলে অর্থাৎ স্থির হলে সেই আত্মাই ক্লেশরাশি নাশ করে থাকেন। যোগিরাজ এবং সর্বশাস্ত্র একথাই শিক্ষা দেন যে একমাত্র আত্মাই সমস্ত আশ্রমবাসীগণের জিজ্ঞাস্য ; সেই আত্মাই কেবল শ্রোতব্য, জ্ঞান্তব্য, এবং যত্নসহকারে দ্রষ্টব্য। আত্মজ্ঞান হতেই মুক্তি হয়, যোগ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান হয় না, সেই যোগও সতত অভ্যাসবশে সিদ্ধ হয়ে থাকে। অরণ্য আশ্রয় করলেই বা সংসার ত্যাগ করলেই যোগসিদ্ধ হয় না, আত্মজ্ঞান হয় না অথবা নানাবিধ শাস্ত্রচিন্তা, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, নানাপ্রকার আসন, নাসা-দর্শন, শৌচ, যৌন, বাহ্য-পূজা বা মন্ত্রের আরাধনায়ও যোগসিদ্ধ হয় না। এরজন্য চাই অধ্যাবসায়, সর্বদা অভ্যাস, একান্ত নিশ্চয়তা ও বারবার ক্রিয়া অবলম্বনে যোগসিদ্ধ হয়ে থাকে। একারণেই যোগিরাজ বলেছেন-'ক্রিয়া করাই বেদপাঠ'। অন্যকিছুতে হয় না। আত্মার সহিত সতত মিলিত হয়ে আত্মাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করে, যিনি আত্মাতেই সর্বদা অবস্থিত তাঁরই যোগসিদ্ধি। আমরা সবাই জানি আত্মা রূপে ভগবান,তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর লুকিয়ে আছে, সেই কারনে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনে ঈশ্বরের প্রাপ্তি ঘটে।যে বিষয়ে তাঁর নিজের জ্ঞান নেই অথচ বিজ্ঞের মত কথা বলেন তবে তার দ্বারা সাধারণ অনভিজ্ঞ মানুষকে প্ররোচিত করা যায় মাত্র, কিন্তু তার দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। যোগপথের মূল কর্মই হোলো শাস-প্রশ্বাসকে নিয়ে। এই শাস-প্রশ্বাস কার নেই। সকল জীবদেহে যখন এই শাস-প্রশ্বাসই একমাত্র অবলম্বন, তখন সেই অবলম্বনকে বাদ দিয়ে ঈশ্বর সাধন কি প্রকারে সম্ভব? এই শাস-প্রশ্বাস আছে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে এই দুটি টেন্ডার মিলিয়ে অর্ডার দেওয়া হয়েছে প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন ইস্পাত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিগত কয়েক বছরে একাধিক প্রকল্প সামনে এনেছে ভারতীয় রেল। ভারতীয় রেলের উন্নয়নে আমরা সবাই সুফল ভোগ করছি। বন্দে ভারত সহ একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন নেমেছে ট্র্যাকে। এছাড়াও চলছে রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ। বিভিন্ন জায়গায় ফুট ওভারব্রিজ, সিগন্যালিং ব্যবস্থার কাজ চলছে রেলের পক্ষ থেকে।ভারতীয় রেল বিপুল পরিমাণ ইস্পাত কিনবে এই সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে। ইকোনমিক টাইমসের একটি রিপোর্ট বলছে, গত বছর ভারতীয় রেল টেন্ডার ডাকে মাইল্ড/ কর্টেন স্টিল শিট/ প্লেট/ কয়েল কেনার উদ্দেশ্যে। সেই টেন্ডারের বরাত হিসেবে ভারতীয় রেল পাঁচটি সংস্থাকে ১৫৮৬ কোটি টাকার অর্ডার দিয়েছে।

সামনেই রয়েছে দেশের লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনের আবহে ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে দেশের পাঁচটি ইস্পাত সংস্থাকে বিপুল পরিমাণ বরাত দেওয়া হল। সূত্রের খবর, ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা সেল, টাটা স্টিল, জিন্দাল স্টেইনলেস লিমিটেড, আর্সেলর-মিত্তল নিপ্পন স্টিল এবং জিন্দাল স্টিল অ্যান্ড পাওয়ারকে ১৫৮৬.৩৯ কোটি টাকার বরাত দেওয়া হয়েছে।

আরো একটি রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ভারতীয় রেল গত ফেব্রুয়ারি মাসে পৃথক একটি টেন্ডার ডাকে। এই টেন্ডার ডাকার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্টেইনলেস স্টিল শিট এবং প্লেট কেনা। সম্প্রতি ২০২৩ সালের ও গত ফেব্রুয়ারি মাসের টেন্ডারের ফল প্রকাশ হয়েছে। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে এই দুটি টেন্ডার মিলিয়ে অর্ডার দেওয়া হয়েছে প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন ইস্পাত।

৩ পাতার পর

অন্যায়ের সঙ্গে আপস নয়, এজলাসে বসে আইনজীবীদেরও হুঁশিয়ারি দিতে ছাড়েন না বিচারপতি

ধরছি। (তথ্য Wikipedia এবং starsunfolded. Com দ্বারা সংগৃহীত)

বিচারপতি টিএস শিবগনাম ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মস্থান তামিলনাড়ুর চেন্নাই। বর্তমানে বিচারপতির বয়স ৬০ বছর। বিচারপতির মায়ের নাম নলিনী সুব্বিয়া। বাবার নাম ডাঃ টিএস সুব্বিয়া। বিচারপতির বৈবাহিক জীবনে বা তার স্ত্রী সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। বিচারপতি শিবজ্ঞানম চেন্নাইয়ের লয়োলা কলেজ থেকে বি.এসসি করেন। এরপর মাদ্রাজ ল' কলেজ থেকে বি.এল পাস করেন।

বিচারপতি এমন একটি সময় কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন যখন একদিকে বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন, অন্যদিকে নিয়োগ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত একাধিক দুর্নীতি মামলার শুনানি করছে হাইকোর্ট। কর্মজীবনে স্টারলাইট প্লান্ট, চিদম্বরমের আয়কর সংক্রান্ত মামলা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিচারপতি ছিলেন তিনি। দিয়েছেন একাধিক উল্লেখযোগ্য রায়। ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বিচারপতি শিবজ্ঞানমের কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হবে। starsunfolded. Com দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সরকারি কর্মী হিসেবে মাসিক ২,৫০,০০০ টাকা বেতন পান কলকাতা হাইকোর্টের এই প্রধান বিচারপতি। পাশাপাশি আনুষঙ্গিক অনেক ভাতাও পেয়ে থাকেন।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

গীতায় ঈশ্বর বলেছেন -- "যে আমাকে যেভাবে ডাকবে আমি তাকে সেভাবেই ফলদান করব"। হিন্দু ধর্ম যে কতটা উদার তার প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। আমি যেভাবে, যেরুপে তাকে ডাকব তিনি সেভাবেই আসবেন তা সে ৩৩ কোটির যে কোন একটা হোক না কেন।আমাদের দেহে যে আত্মা আছে, তা সকল ধর্মেই বিশ্বাস করে। ঈশ্বর হচ্ছেন সকল আত্মার উৎস অর্থাৎ পরমাত্মা। আর প্রতিটি জীবের শরীরে যে আত্মা আছে তা হচ্ছে জীবাত্মা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

মুম্বাইয়ের রাস্তার হকার থেকে যেভাবে বলিউডের কিংবদন্তি কমেডিয়ান জনি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আসল নাম জন প্রকাশ রাও জানুমালা। পরিচিত জনি লিভার নামে। বলিউডের সিনেমার কিংবদন্তি কমেডিয়ান তিনি। অভিনেতা, কৌতুকশিল্পী হিসাবে পরিচিতি মিললেও পড়াশোনা বেশি দূর করতে পারেননি জনি। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই স্কুল ছাড়তে হয়েছিল তাকে।

মদে আসক্ত বাবার সঙ্গে শৈশব কাটানো মোটেও সুখের ছিল না জনির। এক সাক্ষাৎকারে জীবনের সেই সংগ্রামী দিনগুলোর কথাই প্রকাশ করেছিলেন ভারতের খ্যাতিমান এই কমেডিয়ান।

জনির ওই সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, কাজ খুঁজতে অন্ধ্রপ্রদেশ ছেড়ে মুম্বাই চলে এসেছিলেন তিনি। অর্থের অভাবেই সে সময় সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন স্কুল ছাড়তে হয় তাকে।

জনি লিভারের কথায়, 'আমার বাবা মদ্যপ ছিলেন, যার কারণে তিনি আমাদের প্রতি কখনোই মনযোগ দেননি। তবে আমার বড় জেঠু আমাদের টাকা দিতেন। স্কুলের টাকা এবং রেশন। তাই কিছুদিন পর আমি বিরক্ত হয়ে স্কুল ছেড়ে দিলাম।'

স্কুলে পড়ার সময় তিনি অনেক ভালোবাসা পেয়েছেন বলে জানান জনি। বলেন, শিক্ষকরা ভীষণ ভালোবাসতেন। সবাইকে নকল করতাম। আমার ক্লাস শিক্ষক দময়ন্তী ভীষণ ভালোবাসতেন। আমি স্কুল ছেড়ে দিলে উনি আমার খোঁজখবর নিতেন। আমি যাতে স্কুলে যাই, সে জন্য স্কুলের বেতন, জামাকাপড় কিনে দিতে চেয়েছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁনার এখনো যোগাযোগ রয়েছে।'

স্কুল ছাড়ার পর মুম্বাইয়ের রাস্তায় হকারি করে কলম বেচতেন জনি। আবার তারকাদের ডায়ালগ, নাচ নকল করে রোজগার করতেন। জানা যায়, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার কোম্পানির এক অনুষ্ঠানে নকল করে, কৌতুকাভিনয় করে সবার মন জিতেছিলেন জনি। সেখান থেকেই চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের নজরে পড়েন।

এর পরের গল্প মোটামুটি সবারই জানা। চলচ্চিত্রে নাম লিখিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন বলিউডের অন্যতম সেরা কমেডিয়ানদের একজন। অসংখ্য সিনেমায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে নিজেকে তিনি নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতায়। সন্তানদেরও গড়ে তুলছেন নিজের মতো করে।

জনি লিভার বলেন, 'বর্তমানে আমার দুই সন্তান। মেয়ে জেমি আর ছেলে জেসি। ওরাও আমাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলছে।'

২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া কমেডি ঘরানার 'হাউসফুল-২' সিনেমায় বাবা জনি লিভারের সঙ্গে কাজ করেছিলেন মেয়ে জেমি। সেই সিনেমায় কুণাল খেমু, নুপুর স্যানন, সৌরভ শুক্লা, চাঙ্কি পান্ডে এবং রাজপাল যাদবের মতো অভিনেতারাও ছিলেন।

ভক্তদের সুখবর দিলেন পাওলি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ওপার বাংলাতে নারীকেন্দ্রীক ওয়েব সিরিজ নির্মাণের হার ক্রমেই বাড়ছে। এ তালিকায় আরও একটি সিরিজ যুক্ত হচ্ছে। এ সিরিজের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন টালিউড ও বলিউডের জনপ্রিয় নায়িকা পাওলি দাম। সৌভিক কুন্ডু পরিচালিত সিরিজটির শুটিং এরই মধ্যে শুরু হয়েছে।

পাওলি অভিনীত নতুন এ সিরিজের নাম 'গুটিপোকা'। জানা গেছে, এ সিরিজে পারিবারিক প্রতিহিংসার শিকার এক নারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন পাওলি। মূলত তিনি পেশায় শিক্ষিকা। শিক্ষিকা এবং ছাত্রীর সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে গল্প।

কিন্তু আপাত ভীরু স্বভাবের পাওলি অভিনীত চরিত্রটি এক সময়ে পরিস্থিতির চাপে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, তা নিয়েই সিরিজের গল্প এগোবে। ইউনিটের এক সূত্রের কথায়, 'একজন মহিলার গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি হয়ে উড়ানের আখ্যানকে তুলে ধরবে সিরিজটি।'

এ সিরিজে পাওলি ছাড়াও অভিনয় করছেন একঝাঁক তারকা। পাওলির ছাত্রীর ভূমিকায় রয়েছেন বিয়াস ধর। এ ছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌরভ চক্রবর্তী, চন্দন সেন, শঙ্কর দেবনাথ, ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিঞ্জিনী চক্রবর্তী প্রমুখ। পাওলির স্বামীর চরিত্রে রয়েছেন সৌরভ। নির্মাতারা এখনো এই সিরিজটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেননি। এটাই সৌভিকের প্রথম ওয়েব সিরিজ হতে চলেছে।

'হইচই'র জন্য তৈরি এই সিরিজটির প্রযোজনা করছে অ্যাক্রোপলিস এন্টারটেনমেন্ট। আপাতত সিরিজের ওয়ার্কিং টাইটেল 'গুটিপোকা'। তবে পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন হতেও পারে। চলতি সপ্তাহেই সিরিজের শুটিং শেষ হওয়ার কথা। সিরিজটির মুক্তির দিন এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি 'জুলি' নামের একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং শেষ করেছেন পাওলি। সেই সিরিজে তিনি এক রাজনীতিকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

চারপাশে খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশি : নোরা ফাতেহি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারের লম্বা সময়ে একাধিক মানুষের সঙ্গে নাম জড়ালেও কোনো সিরিয়াস সম্পর্কে দেখা যায়নি বলিউড সেনসেশন নোরা ফাতেহিকে। অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী হিসেবে সফল হলেও সংসার করতে চান তিনি। সম্প্রতি 'কানেক্ট এফএম কানাডা'র সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন নোরা।

তিনি জানালেন জীবন সঙ্গী পছন্দের সময় কোনো জিনিসে গুরুত্ব দেন। নোরা বলেন, আমি এমন একজন মানুষকে খুঁজছি যে সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করে এবং যার লালন-পালন খুব ভালো হয়েছে। এর পরে অর্থ ও আর্থিক স্থিতিশীলতা আসে।

নোরা বলেন, আমার এমন একজন দরকার যে ভেতর থেকে সত্যিই ভালো। কারণ বর্তমানে চারপাশে খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশি। যারা সুবিধাবাদি ও আপনাকে ব্যবহার করে। মিথ্যাবাদীও আছে। কিছু লোক বছরের পর বছর আপনার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু আপনাকে চাইবে না। তারা আপনার টাকা, আপনার জনপ্রিয়তা বা আপনার নেটওয়ার্ক চাইবে। চারপাশে সত্যিই অদ্ভুত মানুষ আছে। ভালো মনের কাউকে পেলে আমি খুশি হব।

দেখতে কেমন জীবনসঙ্গী চান এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এত কিছুর পরে আসলে সুন্দর চেহারা আসে। আমি বলতে চাইছি, আমার ভালো জেনেটিক্স দরকার, কারণ আমি সুন্দর বাচ্চা পেতে চাই।

নোরা বলেন, পাঁচ বছর আগে থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উচ্চতা ও চেহারার মতো শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নজর দিয়ে নিজের জন্য জীবনসঙ্গী খোঁজা। গত কয়েক বছরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তার ভাবনা-চিন্তা বদলেছে। এখন তিনি তার অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দেন।

শাহরুখ খানের সঙ্গে দেড় যুগ কথা বলেননি সানি দেওল! নেপথ্যে কী ছিল?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলচ্চিত্র জগৎ বড়ই অদ্ভুত জায়গা। এখানে শুধু নায়িকারাই নন, নায়করাও অনেক সময় একে অপরের বন্ধু হতে পারেন না। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এর অন্যতম কারণ। কিন্তু মুখে সেই ঘটনা সবাই স্বীকার করেন না।

এক্ষেত্রে প্রকাশ্যেই পরিচালক যশ চোপড়ার সঙ্গে 'ঝামেলা' এবং শাহরুখ খানের প্রতি রাগের কারণ ফাঁস করেছিলেন বলিউডের অ্যাকশন হিরো সানি দেওল।

ঘটনা ১৯৯৩ সালের। একসঙ্গে 'ডর' ছবিতে কাজ করেছিলেন সানি ও শাহরুখ। বাদশাহর ক্যারিয়ারের একদম শুরুর দিকের ছবি 'ডর'। সেখানে নেতিবাচক চরিত্রে ছিলেন শাহরুখ খান। অন্যদিকে ছবির নায়ক সানি দেওল ততদিনে বলিউডে প্রতিষ্ঠিত।

অথচ আশ্চর্যজনকভাবে 'ডর' ছবিতে নায়ক সানিকে ছাপিয়ে যান ভিলেন শাহরুখ। বিষয়টা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি সানি। এর জন্য পরিচালক যশ চোপড়াকেই দায়ী করেন তিনি। 'আপ কি আদালত'-এর মঞ্চে সে কথা স্বীকারও করে নিয়েছিলেন সানি।

ছবির একটি দৃশ্যে সানি দেওলকে, রাহুল অর্থাৎ শাহরুখের ছুরি মারার যে দৃশ্য রয়েছে, তা নিয়ে যশ চোপড়ার সঙ্গে রীতিমতো তর্কাতর্কি হয়েছিল সানি দেওলের।

অভিনেতার কথায়, আমি চেষ্টা করছিলাম এটা বোঝানোর জন্য যে, আমি ছবিতে কমান্ডোর চরিত্রে অভিনয় করছি। যে ভীষণ ফিট এবং অভিজ্ঞ। এই ছেলেটা এত সহজে কীভাবে আমাকে হারাতে পারে? যদি আমি ওকে দেখতে না পাই তাহলে অন্য বিষয়, কিন্তু আমি ওকে দেখছি আর সে এসে আমাকে মেরে চলে গেল তাহলে তো আমি কমান্ডোই নই।'

যদিও যশ চোপড়া সানির এই তত্ত্বে বিশেষ পাত্তা দেননি। রাগে, অভিমানে সে সময় প্যান্ট টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন অভিনেতা। সানির কথায়, 'রাগে আমি হাত দিয়ে টেনে প্যান্ট ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমি সেটা বুঝতেও পারিনি।'

ধর্মেন্দ্র পুত্র আরও বলেন, 'ডর' মুক্তির পর দেড় যুগ বছর শাহরুখের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। যদিও সেটা ইচ্ছাকৃত ছিল বলা যাবে না। আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের আর দেখাই হয়নি। তাই কথা বলার পরিস্থিতি ছিল না।'

অন্য এক সাংবাদিক বৈঠকে 'ডর' নিয়ে সানি জানিয়েছিলেন, 'আমার একটাই আপত্তি ছিল যে, আমি বুঝতে পারিনি এই ছবিতে ভিলেনের চরিত্রকে গৌরবান্বিত করা হবে'। অর্থাৎ, নায়কের চেয়ে ভিলেনের চরিত্রটি ওই ছবিতে মুখ্য এবং আকর্ষণীয় ছিল।

১৯৯৩ সালে মুক্তি পায় শাহরুখ খান, সানি দেওল ও জুহি চাওলা অভিনীত ত্রিকোণ প্রেমের 'ডর'। 'কিরণ' (জুহি)-এর প্রেমে পাগল রাহুল (শাহরুখ) সারাক্ষণ তাকে স্টক করত- এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছিল 'ডর'। ওই ছবির জন্য সেরা ভিলেন চরিত্রে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছিলেন শাহরুখ।

যদিও শাহরুখ-সানির মধ্যকার সব মনোমালিন্য ধুয়ে মুছে গেছে কালের নিয়মে। বছর দুয়েক আগে ছেলে করণ দেওলকে নিয়ে যখন 'পল পল কে দিল কে পাস' ছবির ঘোষণা দেন সানি, তখন শুভেচ্ছা জানান শাহরুখ। এমনকি, গত বছর সানির 'গদর ২'-এর সাফল্যের পরও তাকে শুভেচ্ছা জানান কিং খান।

পাবনার রমা দাশগুপ্ত থেকে যেভাবে কিংবদন্তি নায়িকা হন সুচিত্রা সেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নায়িকা শব্দটা উচ্চারিত হলেই বাঙালির চোখে যার মুখটি সবার আগে ভেসে ওঠে, যে নামটি সবার আগে উচ্চারিত হয়, তিনি সুচিত্রা সেন। রূপ-লাবণ্যের দ্যুতি আর অভিনয়ের নৈপুণ্য দেখিয়ে তিনি এতোটাই সাফল্য আর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে, তাকে বলা হয় মহানায়িকা। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এই একজন মাত্র অভিনেত্রী আছেন, যাকে মহানায়িকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য নায়িকাদেরও নায়িকা যিনি, তাকে তো মহানায়িকাই বলতে হয়।

৬ এপ্রিল সেই মহানায়িকার জন্মদিন। ১৯৩১ সালের আজকের দিনে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পাবনার মেয়ে রমা দাশগুপ্ত থেকে সুচিত্রা সেনের কিংবদন্তি হয়ে ওঠা হওয়ার কাহিনিটি বেশ চমকপ্রদ। আট ভাইবোনের মধ্যে রমা ছিলেন মেজো। বাবা ছিলেন স্থানীয় একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, নাম করুণাময় দাশগুপ্ত। বাবার বড় আদরের ছিলেন সে।

সুচিত্রার ডাকনাম ছিল কৃষ্ণা। ছোটবেলায় লেখাপড়াও পাবনাতেই। পাটনায় মামার বাড়িতেও কিছুদিন থেকেছেন। সেখানেই এক নাগা সন্ন্যাসী তিন বছরের ছোট্ট রমাকে দেখে বলেছিল, মেয়েটি সুলক্ষণা। বড় হলে ওর নামডাক হবে। কথাটা শেষপর্যন্ত সত্যি হয়েছিল।

দেশভাগের সময় সুচিত্রা সেন চলে গিয়েছিলেন ওপারে। তবে বাবা করুণাময় অবসরের পরই পাবনা ছেড়ে উঠেছিলেন শান্তিনিকেতনের পাশে ভুবনডাঙ্গায়। অসামান্য সুন্দরী হওয়ায় মাত্র ১৬ বছর বয়সেই কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতি প্রিয়নাথ সেনের ছেলে দিবানাথ সেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। অনেকটা জেদের বশেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেই বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। নিত্য নতুন অশান্তির কালো মেঘ সরাতে অবশ্য সময় নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৩ সালে 'সাত পাকে বাঁধা' ছবি যখন করছেন তখনই ডিভোর্স হয়ে যায়। 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিটি ছিল তার জীবনের সেই সময়েরই প্রতিচ্ছবি। ছবিতে একটি দৃশ্যে সুচিত্রা রাগে সৌমিত্রর জামা ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি শুটিংয়ের দিনে তার বাড়িতেই হয়েছিল। কথাকাটির জেরে স্বামীর জামা ছিঁড়ে চলে এসেছিলেন সোজা শুটিংয়ে।

সুচিত্রার সিনেমায় নামা তার নিজের ইচ্ছায় নয়। স্বামী দিবানাথই জোর করেছিলেন সুচিত্রা যাতে অভিনয় করে। সিনেমার জন্য প্রথম টেস্ট দিতে গিয়ে ডাহা ফেল করেছিলেন সকলের মহানায়িকা সুচিত্রা সেন। অবশ্য তখনও তিনি রমা সেন। ততদিনে জেদ চেপে বসেছে। অভিনেত্রী হবেনই। পরে অবশ্য স্ক্রিনটেস্টে উতরে গিয়েছিলেন। শুরু হয় তার চলচ্চিত্রে অভিনয় জীবন।

১৯৫২ সালে প্রথম ছবি 'শেষ কোথায়'। কিন্তু সেই ছবি মুক্তি পায় নি। মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি ১৯৫৩ সালের 'সাত নম্বর

ক্রমশঃ

দল ঘোষণার আগমুহূর্তে
ক্যাম্প ছাড়লেন শাহিন আফ্রিদি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : শাহিন আফ্রিদিকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেটের টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের পদ থেকে। দেশটির ক্রিকেটের অনেক তারকারই পছন্দ হয়নি এমন সিদ্ধান্ত। পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক শহীদ আফ্রিদি সরাসরিই সমালোচনা করেছেন এই নিয়ে। এরপর আবার শাহিনের নামে ভুয়া এক বিবৃতিও প্রচার করেছিল পিসিবি। সেটা নিয়ে সমালোচনা সামাল দিতে তড়িঘড়ি করে বৈঠকও করেছিলেন পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভি। সবমিলিয়ে এই তরুণ পেসারের ওপর চাপ একটু বেশিই ছিল। শাহিন নিজেও একপ্রকার হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন। এবার নতুন খবর, পাকিস্তানের কাকুলে সেনাবাহিনীর অধীনে পরিচালিত ফিটনেস ক্যাম্প থেকেও সরে এসেছেন তিনি। অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত কোনো ক্ষোভের বশে নেয়া হয়নি। সেটাও নিশ্চিত করেছে পিসিবি।

পারিবারিক কারণ দেখিয়ে ক্যাম্প শেষের দিনদুয়েক আগে বিদায় নেন এই পেসার। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ক্যাম্প ছাড়ার পরপরই শাহীন সরাসরি নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে গিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা এও জানায়, নিকটাত্মীয়ের অসুস্থতার কারণে ক্যাম্প ছাড়েন শাহিন আফ্রিদি। যদিও পাকিস্তান অবজার্ভারের খবরে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনীর চিফ অব আর্মি স্টাফ অসিম মুনীরের সঙ্গে ক্রিকেটারদের ইফতার ও ডিনার আয়োজনে শাহিন আফ্রিদি যোগ দেবেন। শাহিন আফ্রিদির সঙ্গে একইদিনে ক্যাম্প ছেড়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান এবং শাহিবজাদা ফারহান। যদিও তারা ঠিক কী কারণে ক্যাম্প থেকে বিদায় নিয়েছেন তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। উল্লেখ্য, গত ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে আগামীকাল ৮ এপ্রিল পর্যন্ত কাকুল সেনাবাহিনী ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেয়ার কথা বাবর-রিজওয়ানরা। বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে পিসিবি। মূলত এই ক্যাম্প থেকে খেলোয়াড়দের ফিটনেস ফেরানোর দিকেই বিশেষ জোর দিয়েছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।

৬ গোলের রোমাঞ্চে রিয়াল-সিটির ড্র

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে শেষ পর্যন্ত ৩-৩ ব্যবধানের ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটি।

ম্যাচের আবহ কেমন হতে পারে তার আভাস মিলেছে আগেই। রেফারির বাঁশি আওয়াজের পর থেকেই দেখা গেল সেই উত্তাপ। মাত্র দ্বিতীয় মিনিটে সিটিকে এগিয়ে দিয়ে বার্নাব্যুতে পিনপতন নীরবতা বয়ে আনেন বের্নার্দো সিলভা। ২৫ গজ দূর থেকে জ্যাক গ্রিলিশকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন অরেলিয়ে চুয়োমেনি। কিন্তু তার এই ভুল যে বিপদ ডেকে আনবে তা কে জানত! বাঁ পায়ে নেওয়া নিচু ফ্রি-কিকে সেখান থেকেই মাদ্রিদের জাল কাঁপান সিলভা।

ধাক্কা খেয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর নজির এই চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই অসংখ্যবার লিখেছে রিয়াল। তা এবার বাদ যাবে কেন! দুই মিনিটের ব্যবধানে দুই গোলে ম্যাচের নাটাই নিজেদের হাতে নিয়ে ফেলে স্বাগতিকরা। ১২তম মিনিটে বক্সের কিছুটা বাইরে থেকে নেওয়া এদুয়ার্দ কামাভিঙ্গার শট সিটি অধিনায়ক রুবেন দিয়াসের গায়ে লেগে খুঁজে নেয় জালের ঠিকানা। ঠিক এর দুই মিনিট পরই রিয়াল সমর্থকদের ফের উল্লাসে ভাসান রদ্রিগো। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের দেওয়া পাস থেকে আলতো টোকায় সিটি গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। ২-১ গোলে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ পার করে রিয়াল। যদিও বলের দখল বেশিরভাগ সময়ই ছিল সিটির কাছে।

দ্বিতীয়ার্ধে আরও ধারালো হয়ে আসে সিটি। শুরুতে রিয়াল কয়েকটি আক্রমণ করলেও নুইয়ে পড়েনি সফরকারীরা। ৬৬তম মিনিটে এসে ম্যাচ জমিয়ে তোলেন ফিল ফোডেন। বক্সের বাইরে থেকে বাকানো শটে সিটিকে সমতায় ফেরান দুর্দান্ত ফর্মে থাকা এই ফরোয়ার্ড। ঠিক পাঁচ মিনিট পরই আরও একটি বাকানো শট, আরও একবার সিটির উল্লাস। এবার গোলদাতা ইয়োস্কো ভার্দিওল। জ্যাক গ্রিলিশের পাস থেকে সিটির জার্সিতে নিজের প্রথম গোলের দেখা পেলেন এই ফরোয়ার্ড।

পিছিয়ে যাওয়ার পরপরই টনি ক্রুসকে উঠিয়ে লুকা মদ্রিচকে মাঠে নামান রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তির। বুড়ো ঘোড়ায় চড়ে রিয়াল যেন আরও একবার ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ খুঁজে পেল। মদ্রিচ নামার আক্রমণে গতি বাড়ে তাদের। যার ফল মিলে ৭৯ মিনিটে গিয়ে। মদ্রিচের কাছ থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্তে ক্রস করেন ভিনিসিয়ুস। দারুণ ভলিতে সেটিকে গোলে পরিণত ফেদে ভালভার্দে। তাতে বার্নাব্যুও যেন প্রাণ ফিরে পেল।

দল খারাপ খেললে শাহরুখ মাথা গরম করে,
আমার ওপর রাগ দেখায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ম্যাচ চলাকালীন উত্তেজনার আঁচ ছড়ায় মাঠ থেকে গ্যালারিতে। ক্লাববক্সে বসে থাকা ক্রিকেট টিমের মালিকদের অবস্থা ঠিক কী রকম হয়? জুহি চাওলা সম্প্রতি জানিয়েছেন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) ম্যাচ চলাকালীন অসম্ভব টেনশনে থাকেন তিনি আর শাহরুখ খান। গ্যালারির টেনশনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মুম্বাইয়ের রুটস টু রুটস ইভেন্টে কথা বলেছেন জুহি। শাহরুখ ও জুহির অফস্ক্রিন রসায়ন ও বন্ধুত্বের কথা সবাই জানে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিকানায়ও রয়েছে দুই বন্ধুর শেয়ার। কেকেআরের ম্যাচে দুই বন্ধুকে একসঙ্গে গ্যালারিতে দেখে খুশি হোন ভক্তরা। তবে এবার জুহি চাওলা জানিয়েছেন, শাহরুখের সঙ্গে খেলা দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য মোটেও সুখকর নয়।

কেকেআর নিয়ে শাহরুখ-জুহির আবেগও যে ম্যাচের সময়ে মাত্রা ছাড়ায়, তা ক্যামেরায় ধরা পড়ে মাঝেমধ্যেই। এবার জুহির কথায় তারই আভাস মিলল। জুহি জানিয়েছেন, কেকেআর যদি খারাপ খেলে, শাহরুখ নাকি চিৎকার করেন তাঁর ওপর। জুহির কথায়, 'দল খারাপ খেললে ও মাথা গরম করে, আর আমার ওপর রাগ দেখায়। আমি তখন বলি, কথাগুলো আমাকে না বলে টিমকে বলো!'

জুহি আরও বলেন, 'আমাদের সঙ্গে বসে কেউ খেলা দেখলে তার খুব ভালো অভিজ্ঞতা হবে না।'

তবে জুহি জানিয়েছেন, গ্যালারিতে এমন অভিজ্ঞতা প্রায় সব দলের মালিকদেরই হয়। দল মাঠে খেলার সময় টেনশনে সব মালিকই ঘামতে থাকে।

উল্লেখ্য, শাহরুখ খানের বহু সিনেমায় সহ-অভিনেতা ছিলেন জুহি চাওলা। তাঁদের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। শাহরুখপুত্র আরিয়ানের জামিনদারও হয়েছিলেন জুহি। মুম্বাই সেশন কোর্টে নিজে গিয়ে আরিয়ানের মুক্তির জন্য ১ লাখ রুপির জামিন বন্ডে স্বাক্ষর করেন তিনি।

আর্সেনাল-বায়ার্ন ম্যাচও ড্র

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে চার দলের কেউই আজ জয় নিয়ে ফিরতে পারেনি। রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটির মতোই অবিচ্ছিন্ন থেকে ম্যাচ শেষ করতে হয়েছে আর্সেনাল-বায়ার্ন মিউনিখকে। এমিরেটস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করেছে দুই দল।

১৪ বছরে এবারই প্রথম আসরের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেছে আর্সেনাল। ঘরের মাঠে ম্যাচের ১২তম মিনিটেই এগিয়ে যায় তারা। বেন হোয়াইটের পাস থেকে ডেডলক ভাঙেন বুকায়ো সাকা। ছয় মিনিট বাদে অবশ্য সার্জ গ্যানাব্রির গোলে সমতায় ফেরে বায়ার্ন। বিরতির আগেই অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার সুযোগটা লুফে নেয় সফরকারীরা। সেটা আর কেউ নয়, বরং হ্যারি কেইনের মাধ্যমেই। টটেনহ্যাম ছেড়ে চলতি মৌসুমেই বায়ার্নে যোগ দেন কেইন। ক্লাব বদলালেও গোল করাটা ভোলেননি তিনি। যদিও নর্থ লন্ডনে ফিরে দুয়োধ্বনি শুনতে হয়েছে তাকে। তবে আর্সেনালের কাছে যে তিনি দুঃস্বপ্ন তা প্রমাণ করলেন আবারও। ৩২তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড। এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনালের বিপক্ষে এটি তার নবম গোল।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য নিজেদের চেনা রূপে ছিল না আর্সেনাল। তবে বদলি হিসেবে নামার পর ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন লিয়ান্দ্রো ত্রসার্ড। গ্যাব্রিয়েল জেসুসের পাস থেকে কোনাকুনি শটে গানারদের সমতায় ফেরান তিনি। তবুও এই ড্রয়ে কিছুটা হতাশই হবে গানাররা। কেননা ম্যাচের একদম শেষ সময়ে পেনাল্টির আবেদন জানান সাকা। বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়্যার তাকে ফাউল করেছে বলে দাবি করছিলেন তিনি। কিন্তু তার আবেদনে সাড়া দেননি রেফারি। তাই ড্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় স্বাগতিকদের। দ্বিতীয় লেগে ১৭ এপ্রিল আলিয়েঞ্জ অ্যারেনায় তাদের আতিথ্য দেবে বায়ার্ন।

লাল কার্ডের পর নিষেধাজ্ঞা পেলেন রোনালদো

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আবারো নিষেধাজ্ঞায় পড়লেন পর্তুগিজ তারকা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সৌদি সুপার কাপের ম্যাচে আল হিলালের খেলোয়াড়কে কনুই দিয়ে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেছিলেন তিনি। এরপর রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছেন তিনি।

৮ এপ্রিল রাতে সৌদি সুপার কাপের সেমিফাইনালে আল হিলালের বিপক্ষে খেলতে নেমে আল নাসর ১-২ গোলে পিছিয়ে ছিলো। খেলা শেষের ৪ মিনিট আগে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার আল বুলায়হির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন রোনালদো।

বুলায়হি আল-নাসেরের এক খেলোয়াড়কে ট্যাকল করলে বল মাঠের বাইরে চলে যায়। নিয়ম অনুয়ায়ী আল নাসর থ্রো-ইন পেলেও রোনালদোর পাশাপাশি বুলায়হিও বল তুলতে যান। সেখানেই দুজন বিবাদে জড়ান। এক পর্যায়ে রোনালদো বুলায়হিকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে ফেলে দেন। একই সময়ে আল নাসরের ব্রজোভিচ পড়ে থাকা বুলায়হিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বুট দিয়ে মাড়িয়ে দেন। এরপর দুই পক্ষ মারামারিতে জড়িয়ে পড়লে লাল কার্ড দেখেন রোনালদো। আর বুলায়হি দেখেন হলুদ কার্ড।

তবে পর্তুগিজ তারকা রেফারির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। যা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে রোনালদোর জন্য।

সৌদি সংবাদ মাধ্যম আল রিয়াদিয়ার বরাত দিয়ে গোল ডট কম জানিয়েছে, অশোভনমূলক আচরণের জন্য ম্যাচ শেষে রেফারি রিপোর্ট জমা দেন রোনালদোর বিরুদ্ধে। যার ভিত্তিতে তাকে সৌদি মুদ্রা ২০ হাজার রিয়াল জরিমানার পাশাপাশি দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

যদিও ২-১ গোলের হারে সৌদি সুপার কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছে আল নাসর। তবে তার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে। আল ফেইহা ও আল খালিজের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না রোনালদো।

দিন কয়েক আগে মাঠে লিওনেল মেসির নাম শুনে দর্শকদের দিকে অশালীন অঙ্গভঙ্গী করায় নিষেধাজ্ঞায় পড়েছিলেন রোনালদো। নির্বাসন কাটিয়ে ফিরে আরো একবার শাস্তি পেলেন তিনি।

পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন আমির-ইমাদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অবসরের প্রায় সাড়ে তিন বছর পর পাকিস্তান দলে ফিরলেন মোহাম্মদ আমির। বাঁহাতি এই পেসারকে অন্তর্ভুক্ত করে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে খেলতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ১৭ সদস্যের দলে ফিরেছেন অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দেওয়া ইমাদ ওয়াসিমও।

এ ছাড়া চোটের কারণে দীর্ঘদিন দলের বাইরে থাকা পেসার নাসিম শাহ আর মাঝে সংযুক্ত আরব আমিরাতে থিতু হয়ে যাওয়া উসমান খানকেও ডাকা হয়েছে জাতীয় দলে।

পাকিস্তানে জন্ম নিলেও কিছুদিন আগ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন দেখেছিলেন উসমান। কিন্তু গত পিএসএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর তাকে ফিটনেস ক্যাম্পে ডাকে পাকিস্তান। সেই ডাকে সাড়া দেওয়ায় তাকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। এই সময়ে আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত ইসিবির কোনো টুর্নামেন্টেই খেলতে পারবেন না তিনি।

পিএসএলে উসমান অবশ্য নিজেকে পাকিস্তানি পরিচয় দেননি। মুলতান সুলতানসের হয়ে খেলেছেন বিদেশি কোটায়। সদ্য সমাপ্ত আসরে দুটি করে সেঞ্চুরি ও হাফ সেঞ্চুরি উপহার দেন তিনি।

পিএসএলে দারুণ পারফর্ম করা আমির-ইমাদ গত মাসেই অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দেন। আমির সবশেষ পাকিস্তানের হয়ে খেলেছিলেন ২০২০ সালে। এরপর টিম ম্যানেজমেন্টের প্রতি অভিযোগ এনে অবসরে যান বাঁহাতি এই পেসার। দল থেকে বাদ পড়ার ক্ষোভে গত বছর একই কাণ্ড ঘটান ইমাদও। তবে নতুন বোর্ডের সঙ্গে আলোচনার পর সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন এই অলরাউন্ডার।

পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডিতে। এই সিরিজ দিয়ে আবারও পাকিস্তানের নেতৃত্বে ফিরছেন বাবর আজম। পাকিস্তান দল

বাবর আজম (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, আজম খান, ফখর জামান, ইফতিখার আহমেদ, ইমাদ ওয়াসিম, আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ রিজওয়ান, মোহাম্মদ আমির, ইরফান খান, নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব, শাদাব খান, শাহিন আফ্রিদি, উসামা মির, উসমান খান ও জামান খান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR